বিষয় কোড : ০০১

সঞ্চিতা

['সাধারণ' এবং 'সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত' ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য]

পূর্ণমান : ১০০

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১. **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :** ৬ × ৫ = ৩০

ক. **বাংলা বানানে বিদেশি শব্দ ব্যবহারের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন।**

**** নির্দেশনা :** প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

নমুনা উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান অনুসারে বিদেশি শব্দের বানানের নিয়ম:

১. বিদেশি শব্দের বানানে 'ণ' না হয়ে 'ন' ব্যবহৃত হবে। যেমন: গ্রিন, হর্ন, মর্নিং ইত্যাদি।
২. বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন: কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, জিনিস, মসলা, সাদা ইত্যাদি।
৩. বিদেশি শব্দের বানানে ই-কার হবে। যেমন: বেআইনি, শহিদ, লাইব্রেরি ইত্যাদি।
৪. বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন: স্টেশন, স্ট্রিট। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন: মার্কস, শেকসপিয়র ইত্যাদি।
৫. বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন: কাগজ, জাদু ইত্যাদি।
৬. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S ধ্বনির জন্য 'স' এবং sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন: ইলেকশন, অফিসার ইত্যাদি।

খ. **শব্দগঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লিখুন।**

নমুনা উত্তর : শব্দ গঠন হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি করা হয়। এটি বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে, যেমন- সন্ধি, সমাস, উপসর্গ, প্রত্যয়, শব্দদ্বিত্ব ইত্যাদি যোগে। এই প্রক্রিয়াগুলো ভাষার শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।
শব্দ গঠনের কয়েকটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:
সন্ধির সাহায্যে: পাশাপাশি দুটি বর্ণের মিলন বা একত্রীকরণের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হয়।
উদাহরণ: 'হিম' + 'আলয়' = 'হিমালয়' এবং 'পর' + 'উপকার' = 'পরোপকার'।
সমাসর সাহায্যে: একাধিক শব্দকে একসাথে যুক্ত করে একটি নতুন শব্দ তৈরি করা হয়।
উদাহরণ: 'নীল যে আকাশ' = 'নীলাকাশ', 'চাঁদের মতো মুখ' = 'চাঁদমুখ'।
উপসর্গের সাহায্যে: শব্দের শুরুতে উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ গঠন করা হয়।
উদাহরণ: 'প্র' + 'শাসন' = 'প্রশাসন', 'পরি' + 'দর্শন' = 'পরিদর্শন'।
প্রত্যয়ের সাহায্যে: শব্দ বা ধাতুর পরে প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ গঠন করা হয়।
কৃৎ প্রত্যয়: ক্রিয়ামূল বা ধাতুর পরে বসে। যেমন- 'পড়' + 'আ' = 'পড়া'।
তদ্ধিত প্রত্যয়: শব্দের পরে বসে। যেমন- 'কলম' + 'দানি' = 'কলমদানি', 'দিন' + 'ইক' = 'দৈনিক'।
বিভক্তির সাহায্যে: শব্দের শেষে বিভক্তি বা বর্ণসমষ্টি যোগ করে নতুন শব্দ গঠন করা হয়।
উদাহরণ: 'কর' + 'এ' = 'করে', 'রহিম' + 'এর' = 'রহিমের'।

গ. **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন :**

i. তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়েছেন।
শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক/স্ত্রীসহ নিউমার্কেটে গিয়েছেন।

ii. উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
শুদ্ধ : উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

iii. বাংলাদেশ আমাদের পিতৃভূমি।
শুদ্ধ : বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি।

iv. অদ্যবধি তাহার দেখা নাই।
শুদ্ধ : অদ্যাবধি তাহার দেখা নাই।

v. দ্রব্যমূল্যের দাম ক্রমবর্ধমান।
শুদ্ধ : দ্রব্যমূল্য ক্রমবর্ধমান।

vi. কীর্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন।
শুদ্ধ : কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন।

ঘ. **নিচের বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলোর অর্থ উল্লেখ করে বাক্যে প্রয়োগ দেখান :**

ব্যাঙের সর্দি; ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির; তুলসী বনের বাঘ; জিলাপির প্যাঁচ; গাছ পাথর; দশ চক্রে ভগবান ভূত।

নমুনা উত্তর :

ব্যাঙের সর্দি (অর্থ: অসম্ভব ঘটনা) : জেল খাটা আসামিকে দেখাচ্ছ জেলের ভয় - ব্যাঙের আবার সর্দি।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (অর্থ: সত্যবাদিতার ভান করা) : ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের চেয়ে মিথ্যাবাদী অনেক ভালো।

তুলসী বনের বাঘ (অর্থ: ভণ্ড বা ঠগ) : সফিক সাহেব কথায় ভালো হলেও সে একটা তুলসী বনের বাঘ।

জিলাপির প্যাঁচ (অর্থ: কূটবুদ্ধি) : যার পেটে এমন জিলাপীর প্যাঁচ, তাকে সব কথা আমার বলা উচিত হয়নি।

গাছ পাথর (অর্থ: হিসাব নিকাশ) : আমরা সেকেলে, আমাদের বয়সের কি কোনো গাছপাথর আছে!

দশ চক্রে ভগবান ভূত (অর্থ: দশ জনের চক্রান্তে ন্যায়কে অন্যায় করা) : বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানুষ হিসেবে খুব ভাল কিন্তু 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হয়, তাই তাঁকে সব দায় নিয়ে বিদ্যালয় ছাড়তে হল।

৬. **পাশে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলো রূপান্তর করুন :**

১. তিনি অসুস্থ, তাই অফিসে আসতে পারেন নি। (সরল বাক্য)
বাক্য রূপান্তর : অসুস্থতার কারণে তিনি অফিসে আসতে পারেন নি।

২. এখনই যাও, নতুবা তার দেখা পাবে না। (জটিল বাক্য)
বাক্য রূপান্তর : যদি এখনই না যাও, তবে তার দেখা পাবে না।

৩. তার প্রচুর সম্পদ থাকলেও সে সুখী নয়। (যৌগিক বাক্য)
বাক্য রূপান্তর : তার প্রচুর সম্পদ আছে বটে, কিন্তু সে সুখী নয়।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটগল্পের জনক। (প্রশ্নবাচক বাক্য)
বাক্য রূপান্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বাংলা ছোটগল্পের জনক নয়?

৫. আমারও এদের উপর বিশ্বাস আছে। (নেতিবাচক বাক্য)
বাক্য রূপান্তর : আমারও এদের উপর যে বিশ্বাস নেই তা নয়।

৬. শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বোধক বাক্য)
বাক্য রূপান্তর : শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট!

২. **ভাব-সম্প্রসারণ করুন :** ২০

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ ১৪ - ১৫ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৭ - ৮, এভারেজ নম্বর ১০ - ১১।
iii. প্রতিটি প্রশ্নে ৩/৪টি মন্তব্য লিখে দিবেন।

ক. **সবলের পরিচয় আত্মপ্রসারে, আর দুর্বলের স্বস্তি আত্মগোপনে।**

নমুনা উত্তর :

মূলভাব : শক্তিবোধ ব্যক্তি এবং তার পরিবেশকে প্রসারিত ও অগ্রগামী করে। ফলে শক্তিশালী ব্যক্তি নিজেকে প্রসারিত করতে পারে। পক্ষান্তরে, দুর্বল ব্যক্তি নিজেকে সর্বদা সংকুচিত করে রাখে।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষ স্বভাবতই দুই ধরনের হতে পারে—সবল ও দুর্বল। সবল বা শক্তিশালী মানুষেরা কেবল নিজেদের নিয়েই ভাবে না; তারা তাদের সততা, জ্ঞান, মেধা, এবং দায়িত্ববোধ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। তাদের শক্তিবোধ তাদের ব্যক্তিত্বকে কেবল নিজেদের গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে পরিবেশের ওপর প্রসারিত করে। তাদের কাজ ও চিন্তা সমাজের অগ্রগতি ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই আত্মপ্রসার বা আত্মপ্রকাশের ফলেই তাঁরা নিজেদেরকে সবার সামনে তুলে ধরেন এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হন। সক্রেটিস, প্লেটো, স্যার আইজ্যাক নিউটন, আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো মহাপুরুষেরা যুগে যুগে তাঁদের জ্ঞান, উপলব্ধি ও কর্মের মাধ্যমে মানব সমাজকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছেন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণ করে আত্মপ্রসার ঘটিয়েছেন এবং মহাপুরুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

অন্যদিকে, দুর্বল মানসিকতার বা দুর্বলচিত্তের মানুষরা নিজেদের সব সময় আড়াল করে রাখতে চায়। তারা জীবনযুদ্ধে নামতে ভয় পায়, বারবার পরাজিত হয় এবং তাদের দুর্বলতা দূর করতে পরিশ্রম করতে আগ্রহী হয় না। তারা আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির অভাবে নিজেদের সংকুচিত করে রাখে এবং আত্মগোপনের মাধ্যমে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে চায়। ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র যথার্থই বলেছেন: "Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once." অর্থাৎ, কাপুরুষেরা মরার আগে বহুবার মরে, কিন্তু সাহসীরা জীবনে মাত্র একবারই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে। এই দুর্বলচিত্তের ব্যক্তিরা সমাজ এবং দেশের বোঝা স্বরূপ, কারণ তারা অলসতা ও অকর্মণ্য জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।

অলসতা থেকে একসময় হতাশা ও ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়, যা দুর্বল মানুষকে আরও সংকুচিত করে। মানবজীবনে আধিপত্য কায়েমের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সঙ্গতি বা ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। সবল ব্যক্তিরা এই সঙ্গতির জোরে সমাজে নিজেদের সাফল্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে দুর্বলদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, যা সমাজের জন্য কাম্য নয়। দুর্বলদের এই সংকুচিত ও আত্মকেন্দ্রিক আচরণ কেবল তাদের নিজেদের জন্যই নয়, সমাজের কাছেও তা কাম্য নয়।

মন্তব্য : স্বভাবগতভাবে সব মানুষেরই অন্তর্নিহিত শক্তি বা ক্ষমতা রয়েছে। এই শক্তির পরিচর্যা করে ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণই সবল মানুষের বিশেষত্ব। তাই অলসতা পরিহার করে কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে যোগ্য ও দক্ষ গড়ে তুলতে হবে। পরিশ্রমের মাধ্যমে আত্মপ্রসার ঘটিয়ে মানব জীবনের সকল ব্যর্থতাকে জয় করতে হবে। কেবল তবেই দুর্বলতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে জীবনকে সার্থক করে তোলা সম্ভব।

অথবা,

খ. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

নমুনা উত্তর :

মূলভাব : বৈরাগ্য মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে না। মানবসমাজকে ছেড়ে বৈরাগ্য গ্রহণে পরমারাধ্য যে জন, তাকে পাওয়া যায় না। কারণ তিনি (সৃষ্টিকর্তা) থাকেন মানুষের মধ্যেই। দেবতাকে পেতে হলে দূরবর্তী অসীমের দিকে ধাবিত হতে হবে না বা বরং জীবনের চারপাশে সন্ধান করলেই দেবতাকে পাওয়া যাবে।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে শুধু পার্থিব জীবন নয়, আধ্যাত্মিক জীবনেরও পূর্ণতা কামনা করে। এই আধ্যাত্মিক জগতের পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যেই মানুষ যুগ যুগ ধরে ঈশ্বর বা স্রষ্টার সান্নিধ্য চেয়েছে। এই সন্ধানে অনেকেই সহজ জীবনধারা ত্যাগ করে বৈরাগ্যের পথ বেছে নেয়। তারা মনে করে, সংসার ও লোকালয় ছেড়ে কঠোর তপস্যা এবং নির্জন উপাসনাগৃহে নিভৃতে ধ্যান করলেই কেবল স্রষ্টাকে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এই ধারণাটি মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং স্রষ্টার সৃষ্টির মূল দর্শনের পরিপন্থী।

স্রষ্টা সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে ভালোবাসা ও করুণার বন্ধনে বেঁধেছেন। তিনি ইট-পাথরের কোনো নির্দিষ্ট দেবালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন; তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের হৃদয়লোকে বিরাজমান। মানুষে মানুষে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়েই তাঁর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। তাই যারা জীবনকে উপেক্ষা করে, সমাজের প্রতি দায়িত্ব এড়িয়ে লোকালয় ছেড়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, তারা প্রকৃত অর্থেই নিরাশা ও হতাশা ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না। তারা জীবন চলার পথে মানবপ্রেমের যে মহৎ সুযোগ রয়েছে, তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে।

আমাদের এই পৃথিবীতে যত মানুষ, যত প্রাণী ও প্রকৃতি আছে—সবই তাঁর সৃষ্টি, এবং এসব সৃষ্টির সেবাই হলো প্রকৃত উপাসনা। আমাদের চারপাশের দুঃখী, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোই হলো স্রষ্টার প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ নিবেদন। এই জীবনমুখী দর্শন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। মানব সেবাকেই ঈশ্বরের সেবা হিসেবে গণ্য করে এই মহৎ বাণীটি উচ্চারিত হয়েছে:
"Service to humanity is service to God." অর্থাৎ, মানুষের প্রতি আমাদের নিঃস্বার্থ সেবা সরাসরি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়। যুগে যুগে যাঁরা মহামানব হিসেবে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই এই সত্য প্রচার করে গেছেন। তাঁরা সবকিছু দিয়ে মানুষকে ভালোবেসেছেন, সেবা ও সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সা.) স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন—ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নেই। অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো, ইহকালের জীবনকে অস্বীকার না করে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে স্রষ্টাকে তুষ্ট করা। সদ ইচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে অসহায় মানুষের মধ্যেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আমাদের কুঁড়েঘর বা মানব হৃদয়ই হলো আসল দেবালয়, এবং মানুষের সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম।
মন্তব্য : ঈশ্বরকে পেতে হলে প্রথমেই তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে। মানুষ তাঁর উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি মেলে না; বরং মানুষের সেবাই প্রকৃত উপাসনা এবং স্রষ্টাকে পাওয়ার একমাত্র পথ। ইট-পাথরের দেবালয় নয়, মানুষই শ্রেষ্ঠ দেবালয়।

৩. **সারমর্ম লিখুন :** ২০

** **নির্দেশনা :** ২-৪টি সরল বাক্যে সারমর্ম বা সারাংশ লিখতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর ১৩-১৪, এভারেজ নম্বর ৯-১১। প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।

ক. নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে, পবিত্রতা আনে,
সাধক জনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,
বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্ব-হিতের তরে,
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।

নমুনা উত্তর :
সারমর্ম : নিন্দুককে সবাই অপছন্দ করলেও সমাজে নিন্দুকের ভূমিকা একেবারে উপেক্ষার নয়। নিন্দুকের নিন্দার ভয়ে মানুষের ও সমাজের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি দূর হয়। সে হিসেবে নিন্দুকের মতো উপকারী বন্ধু সমাজে বিরল।

অথবা,

খ. **সারাংশ লিখুন :**
অমঙ্গলকে জগৎ থেকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কর না, তাহলে মঙ্গল সমেত উড়ে যাবে। মঙ্গলকে যেখাবে গ্রহণ করেছ, অমঙ্গকেও সেভাবে গ্রহণ কর। অমঙ্গলের উপস্থিতি দেখে ভীত হতে পার, কিন্তু বিস্মিত হবার হেতু নেই। অমঙ্গলের উৎপত্তি খোঁজ করতে গিয়ে উপকূলে হাবুডুবু খাবার প্রয়োজন নেই। যেদিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হয়েছে, সেদিনই অমঙ্গলের যুগপৎ উদ্ভব হয়েছে। একই দিনে, একই ক্ষণে, একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে উভয়ের উৎপত্তি। এককে ছেড়ে অন্যের অস্তিত্ব নেই; এককে ছেড়ে অন্যের অর্থ নেই। যেখান থেকে মঙ্গল, সেখান থেকেই অমঙ্গল। সুখ ছেড়ে দুঃখ নেই, দুঃখ ছেড়ে সুখ নেই। একই প্রস্রবণে, একই নির্ঝর-ধারাতে উভয় স্রোতস্বতী জন্মলাভ করেছে, একই সাগরে উভয়ে গিয়ে মিশেছে।
নমুনা উত্তর :
সারাংশ : মঙ্গল-অমঙ্গল, সুখ-দুঃখ মানবজীবনে অবিচ্ছেদ্য ধারা। অমঙ্গল আছে বলেই মঙ্গলকে বোঝা যায়। দুঃখ আছে বলেই সুখের স্বরূপ বোঝা যায়। তাই জীবনে সুখ-দুঃখ উভয়কেই মেনে নেওয়া উচিত।

৪. **নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :** ৩ × ১০ = ৩০

** নির্দেশনা :
i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ ২.৫ - ৩ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ০.৫ - ১, এভারেজ নম্বর ১.৫ - ২।
iii. প্রশ্নের উত্তরে কবি-সাহিত্যিকের পঙক্তি উদ্ধৃত করলে সেগুলির বানান সঠিক আছে কিনা তা দেখে নিবেন প্লিজ।
iv. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
v. প্রতিটি প্রশ্নে ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন।

ক. **চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়?**
নমুনা উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয় এর দ্ব্যর্থকতা, দুর্বোধ্যতা এবং রহস্যময়তার কারণে। এটি মূলত বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন-সঙ্গীতের ভাষা। 'সন্ধ্যা ভাষা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সাংকেতিক ভাষা। পণ্ডিতদের মতে, এই ভাষার প্রকৃতি আলো-আঁধারি।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে: "সন্ধ্যাভাষা মানে আলো-আঁধারি ভাষা; কতক আলো, কতক অন্ধকার—খানিকটা বোঝা যায়, খানিকটা বোঝা যায় না।" অর্থাৎ, এই ভাষা দিনের আলোর মতো সম্পূর্ণ স্পষ্টও নয়, আবার রাতের অন্ধকারের মতো সম্পূর্ণ দুর্বোধ্যও নয়।
ড. সুকুমার সেনের মতে: "সন্ধ্যাভাষার শব্দের বাহ্য অর্থ এক, আর ভিতরের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য।"
চর্যাপদের কবিগণ ইচ্ছাকৃতভাবে এই রহস্যময় ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল:
*** সাধন-তত্ত্ব গোপন রাখা:** এটি ছিল বৌদ্ধ সহজিয়াদের ধর্মীয় গূঢ় সাধন-তত্ত্ব প্রকাশের ভাষা। গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়সহ অন্যান্য বিরোধীদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য তাঁরা এই রূপক বা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেন।

*** রূপকের ব্যবহার:** পদগুলিতে যে সাধারণ দৃশ্য বা ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে (যেমন—নৌকা চালানো, শিকার করা ইত্যাদি), তা কেবল বাহ্যিক অর্থ। এর গভীরে লুকিয়ে আছে যোগ-সাধনার জটিল প্রক্রিয়া। যেমন: "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী" (আমার ঘর উঁচু স্থানে, কোনো প্রতিবেশী নেই)—এর বাহ্যিক অর্থ সহজ হলেও, গূঢ় অর্থে 'টাল' বলতে যোগীর মন বা দেহের ঊর্ধ্বস্থানকে বোঝানো হয়েছে।

খ. বিদ্যাপতি কে? বাংলা সাহিত্যে তাঁর গুরুত্বের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা উত্তর : বিদ্যাপতি (আনু. ১৩৭০-১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন মধ্যযুগের একজন প্রখ্যাত কবি, যিনি মূলত মৈথিলী সাহিত্যের কবি হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন বিহারের মিথিলা অঞ্চলের রাজা শিবসিংহের সভাকবি এবং তাঁকে 'অভিনব জয়দেব' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি সরাসরি বাঙালি কবি না হয়েও বাংলা বৈষ্ণব পদাবলিতে অসামান্য প্রভাব ফেলার কারণে বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।

বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বের কারণ :

১. ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টিকর্তা: বিদ্যাপতি 'ব্রজবুলি' নামে এক কৃত্রিম কাব্যভাষার সফল প্রবর্তক। এটি মৈথিলী, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার মিশ্রণে গঠিত। তাঁর এই ভাষা বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর স্থায়ী কাব্যভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। যেমন:

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।।"

২. রাধাকৃষ্ণ লীলার শ্রেষ্ঠ রূপকার: তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে পদ রচনা করেন। তাঁর পদে রাধার রূপ, অনুরাগ, ও বিরহের (বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার) গভীর মানবিক ও শৈল্পিক চিত্রায়ণ দেখা যায়। যেমন:

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

ব্রজবুলি ভাষার প্রবর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অতুলনীয় চিত্রায়নের মাধ্যমে বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অপরিহার্য ও কালজয়ী আসন লাভ করেছেন।

গ. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' অন্নদামঙ্গল কাব্যে এ কথা কে, কাকে ও কেন বলেছেন?

নমুনা উত্তর : 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'—অন্নদামঙ্গল কাব্যের এই বিখ্যাত উক্তিটি বলেছেন ঈশ্বরী পাটনী। তিনি এই কথাটি দেবী অন্নদাকে (পার্বতী) বলেছিলেন, যখন দেবী ছদ্মবেশে তাঁর নৌকায় গঙ্গা পার হচ্ছিলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে পাটনীকে বর দিতে চাইলেন। একজন গরিব মাঝি হিসেবে পাটনী ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা না চেয়ে তাঁর সন্তানদের জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা ও অভাবমুক্ত জীবন কামনা করেন। 'দুধে-ভাতে' থাকা বলতে তৎকালীন বাঙালি সমাজে স্বচ্ছলতা ও খাদ্যের অভাবহীনতাকে বোঝানো হতো।

এই প্রার্থনার কারণ ছিল গভীর মানবিক। ঈশ্বরী পাটনী নিজের জন্য কোনো ঐশ্বর্য বা ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা চাননি, বরং একজন বাঙালি মায়ের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা—সন্তানের মঙ্গল ও তাদের দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারার নিশ্চয়তা—ব্যক্ত করেন। এই উক্তির মাধ্যমে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মধ্যযুগের দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ বাঙালির জীবনের সবচেয়ে বড় আর্তি ও খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা দূর করার বাসনাকে এক সরল ও মহৎ প্রার্থনার মাধ্যমে অমর করে তুলেছেন। এই নিঃস্বার্থ চাওয়া শুনে দেবী অন্নদা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে সেই বর দেন।

ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিনটি মৌলিক রচনার নাম লিখুন।

নমুনা উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিনটি মৌলিক রচনা নিচে দেওয়া হলো:

১. প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৬৩): এটি তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্য প্রয়াত শিশুকন্যা প্রভাবতীকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি শোকগাথা বা প্রবন্ধ, যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক শোক-প্রবন্ধ হিসেবে পরিচিত।

২. বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম পুস্তক - ১৮৫৫): এটি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং যুক্তি তুলে ধরে লেখা একটি তর্কমূলক প্রবন্ধ, যা পরবর্তীতে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে সহায়ক হয়।

৩. বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (প্রথম পুস্তক - ১৮৭১): এটি হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে শাস্ত্র ও যুক্তির ভিত্তিতে লেখা একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ, যা সমাজ সংস্কারে তাঁর দৃঢ় অবস্থানকে তুলে ধরে।

ঙ. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রোহিনী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। নমুনা

উত্তর : রোহিণী ছিল কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের এক জটিল, গতিশীল ও বিয়োগান্তক নারী চরিত্র, যা উপন্যাসের মূল সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

রূপবতী ও চঞ্চলা: রোহিণী ছিল অসামান্যা রূপবতী এবং স্বভাবতই চঞ্চলা। তার রূপই গোবিন্দলালকে আকৃষ্ট করে উপন্যাসের জটিলতার জন্ম দেয়।

স্বার্থপর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী: সে ছিল মূলত স্বার্থপর। প্রথমে সে সম্পত্তি লাভের জন্য উইল চুরির মতো অনৈতিক কাজ করে।

প্রবৃত্তি তাড়িত প্রেম: গোবিন্দলালের প্রতি তার তীব্র শারীরিক আকর্ষণ ছিল। এই প্রবৃত্তি তাকে সমস্ত নৈতিকতা ভুলিয়ে দেয় এবং সে বিবাহিত গোবিন্দলালের সঙ্গে পালিয়ে যায়।

ঈর্ষাপরায়ণতা: গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরের প্রতি তার তীব্র ঈর্ষা ছিল। ভ্রমরের নির্দোষ সুখ তাকে পীড়া দিত।

অনুশোচনা ও করুণ পরিণতি: পরে তার মধ্যে দ্বিধা ও অনুশোচনাও দেখা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, গোবিন্দলালের হাতেই তার অকালমৃত্যু ঘটে।

রোহিণী চরিত্রটির তীব্র প্রেম, হতাশা এবং সমাজের চোখে নিন্দিত হওয়ার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তার এই বিখ্যাত সংলাপে:

"আমার আর পাপ নাই, পুণ্যও নাই। আমার এ জীবনে আর সুখও নাই, দুঃখও নাই। আমি মরিয়া বাঁচি। আমার মরিতে ভয় করে না। কিন্তু আমার মরার সময় যেন আর কেহ না থাকে, সেই আশীর্ব্বাদ কর।"

চ. রবীন্দ্রনাথের 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' কবিতায় চিরন্তনতার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর : 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কবিতায় কবি কালের সীমানা পেরিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠকের হৃদয়ে কবির সৃষ্টি ও অনুভূতির সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর চিরন্তনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কবি জানেন যে শতবর্ষ পরে তাঁর নশ্বর দেহ থাকবে না, কিন্তু তাঁর লেখা কবিতা বা বসন্তগান কালের গণ্ডি পেরিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে। এই অনুভূতিগত সংযোগের প্রত্যাশা এবং সৃষ্টির অমরত্বে বিশ্বাসই তাঁর চিরন্তনতার আকুলতা। কবি কল্পনা করেছেন যে শতবর্ষ পরের পাঠক যখন তাঁর কবিতাটি পাঠ করবে, তখন তাদের হৃদয়ে যেন তাঁর বসন্তদিনের অনুভূতি প্রতিধ্বনিত হয়:

"আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহলভরে—
আজি এই বসন্তের আনন্দ-বার্তাখানি পরিপূর্ণ করি দিছে কারে?"

কবি শতবর্ষ পরে এক অদৃশ্য পাঠকের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন:

"দূর হতে আমি যেন তাহারে কহিব ডাকি— আজি হতে শতবর্ষ পরে ।"

এবং তিনি প্রত্যাশা করেন যে সেই পাঠক তাঁর অতীতে উপভোগ করা বসন্তের আনন্দ যেন অনুভব করতে পারে:

"আজি নববসন্তের আনন্দবারতাটুকু তোমার হৃদয়ে যেন দিয়ে যায় দোলা।"

এই পঙ্‌ক্তিগুলিতেই কবির কালকে জয় করার এবং তাঁর শিল্পের মাধ্যমে অমর হয়ে থাকার চিরন্তন আকুতি ফুটে উঠেছে।

ছ. বেগম রোকেয়াকে 'নারী জাগরণের অগ্রদূত" বলা হয় কেন?

উত্তর : বেগম রোকেয়াকে নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয় কারণ তিনি তৎকালীন প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতিতে নারী শিক্ষা, নারী অধিকার এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। তিনি প্রচলিত প্রথা ভেঙে নিজের শিক্ষাজীবন গড়ে তোলেন এবং নারীদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, সাহিত্য রচনার মাধ্যমে নারী সচেতনতা তৈরি এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তোলার মতো যুগান্তকারী কাজের মাধ্যমে সমাজের প্রগতিতে অবদান রেখেছেন।

নারী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা: তিনি তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে নারীদের শিক্ষার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি নারীদের শিক্ষার জন্য 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল নারী শিক্ষার এক বিরাট অগ্রগতি।

নারীদের অধিকার আদায়ে লড়াই: রোকেয়া বিশ্বাস করতেন নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব। তিনি নারীদের পুরুষের অধীনতা থেকে মুক্তি এবং সমানাধিকার আদায়ের জন্য সাহিত্য ও বক্তৃতার মাধ্যমে লড়াই করেন। নারী সচেতনতা তৈরি: তিনি তাঁর সাহিত্যকর্ম যেমন — 'অবরোধবাসিনী', 'মতিচুর', 'সুলতানার স্বপ্ন' — এর মাধ্যমে নারী জীবনের বঞ্চনা, সামাজিক বৈষম্য ও পরাধীনতার চিত্র তুলে ধরেন এবং নারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করেন।

প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান: তিনি ব্যক্তিগতভাবে সমাজের প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইয়ের কাছ থেকে ইংরেজি ও বাংলা শিখেছিলেন, যা তৎকালীন সমাজে এক বিরল ঘটনা ছিল।

প্রথম বাঙালি নারীবাদী: বেগম রোকেয়াকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা এবং মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়।

জ. 'বিদ্রোহী' কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গের মাধ্যমে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে?

নমুনা উত্তর : নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' কবিতায় পুরাণ থেকে বিভিন্ন প্রতীকী চরিত্র ও শক্তি ব্যবহার করে তাঁর বিদ্রোহী সত্তা, অমিত তেজ ও অদম্য শক্তিকে প্রকাশ করেছেন।

১. ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রতীক: নজরুল নিজেকে মহাদেব বা শিবের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যিনি ধ্বংসের দেবতা। তাঁর বিদ্রোহী সত্তা পুরাতন, জীর্ণ সমাজকে ভেঙে ফেলতে চায়:

"আমি ব্যোমকেশ (শিব), চুল ধরি ঝটিকা মারি টর্পেডো, আমি ঈশান-বিষাণে ফুঁকি, এ ধ্বংসের গান।"

২. অজেয় শক্তির প্রতীক: কবি তাঁর অমিত শক্তিকে পুরাণ-কথিত অসীম শক্তিশালী সত্তার সঙ্গে একাকার করেছেন। তিনি নিজেকে অশুভ বিনাশকারী এবং অদম্য শক্তি হিসেবে ঘোষণা করেন:

"আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার," "আমি বলরামের স্কন্ধে (লাঙল)!"

৩. বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা: দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বোঝাতে তিনি নিজেকে অসীম ক্ষমতাবান রূপে প্রকাশ করেছেন, যিনি সমস্ত বন্ধন ভেঙে দেন:

"আমি সপ্ত-সিন্ধু-দশ-দিগন্ত! আমি দশভুজা।" (অসুর বিনাশকারী দুর্গার প্রতীক)

৪. যোদ্ধা ও ত্যাগী: তিনি নিজেকে মহাক্রোধের প্রতীক বিশ্বামিত্রের শিষ্য এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য চূড়ান্ত ত্যাগকারী হিসেবে ঘোষণা করেন:

"আমি হোমাগ্নি, আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত।"

এই পৌরাণিক অনুষঙ্গগুলি নজরুলের বিদ্রোহকে কেবল একটি প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ না রেখে, তাকে এক মহাজাগতিক, চিরন্তন এবং সর্বব্যাপী শক্তিতে পরিণত করেছে।

ঝ. কবি ফররুখ আহমদকে মুসলিম রেনেসাঁর কবি বলা হয় কেন?

নমুনা উত্তর : কবি ফররুখ আহমদকে 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' বলা হয় কারণ তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজে নবজাগরণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং তাদের ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে মুসলিমদের আত্মমর্যাদা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করেছেন এবং অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য উৎসাহিত করেছেন।

পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা: তাঁর কবিতা তৎকালীন অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা জোগায়, যা 'মুসলিম রেনেসাঁ' বা নবজাগরণ নামে পরিচিত।

"ওরে, তোরা শোন রে তোরা শোন, / আমি নতুন দিনের যাত্রী, / যে আজ নতুন দিনের গান গায়।" - এই পঙক্তিগুলি নতুন করে জেগে ওঠার এবং মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের প্রত্যাশা প্রকাশ করে।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন: তিনি মুসলমানদের তাঁদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আত্মমর্যাদা ও প্রতিরোধের আহ্বান: তাঁর কবিতা নিগৃহীত মানুষদের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদ করতে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছে।

"যে সাগরে ডুবেছে সাইফ আর সোলায়মান, / আর সাত রাজার ধন, / সে সাগরের মাঝি আমি। / আমি ঠিক কূলের পোলা।" - এই পঙক্তিগুলি থেকে মুসলিম ঐতিহ্য ও গৌরব পুনরুদ্ধারের আহ্বান স্পষ্ট হয়।

'সাত সাগরের মাঝি'-র প্রতীকী ব্যবহার: তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'-তে দুঃসাহসিক নাবিক সিন্দাবাদের সফরের আলেখ্য চিত্র তুলে ধরেছেন, যা মুসলিমদের বিজয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

"সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে/ জীর্ণ তরী, পাল তুলে দাও, কাণ্ডারী তৈরি থাকো।" "এই দরিয়ার তীর হারায়ে/ ভয়াল ঝড়ে/ আজ ভেঙেছে কা'র কাফেলা?"

তাঁর কবিতায় ইসলামী ভাবধারার প্রভাব স্পষ্ট এবং তিনি প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা তাঁর সাহিত্যকে বিশেষভাবে পরিচিতি দিয়েছে।

ঞ. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান স্বাধীনতাকে কীভাবে চিত্রিত করেছেন তা উল্লেখ করুন।

নমুনা উত্তর : 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান স্বাধীনতাকে বিভিন্ন উপমা ও প্রতীকের মাধ্যমে বাঙালির জীবনের সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য এবং মুক্তির প্রতিচ্ছবি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কবি স্বাধীনতাকে বিমূর্ত ধারণা হিসেবে না রেখে, বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের প্রিয় অনুষঙ্গগুলোর সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

১. জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও শৈল্পিক সৌন্দর্য: স্বাধীনতা হলো বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন, যা শিল্প ও ঐতিহ্যে মিশে আছে:

"স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা," "স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো," "স্বাধীনতা তুমি শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি।"

২. প্রকৃতি ও সতেজতা: স্বাধীনতা হলো নির্মল প্রকৃতি, যা জীবনে শান্তি ও সতেজতা এনে দেয়:

"স্বাধীনতা তুমি বাগানের ঘর, কোকিলের গান," "স্বাধীনতা তুমি রোদেলা দুপুরে গ্রাম্য পথিকের ক্লান্ত দু'চোখের শীতল ছায়া।"

৩. সংগ্রাম ও ইতিহাস: স্বাধীনতা হলো বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাস এবং মুক্তির প্রেরণা:

"স্বাধীনতা তুমি নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যাওয়া," (কৃষক বিদ্রোহের প্রতীক) "স্বাধীনতা তুমি শহীদুল্লাহ কায়সার লেবু পাতার চা।"

এভাবে, শামসুর রাহমান স্বাধীনতাকে বাঙালির ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত অনুভূতির সম্মিলিত রূপে চিত্রিত করেছেন, যা বাঙালির কাছে এক মূর্ত ও জীবন্ত ধারণা।